



290821 - যবে নারী রমযানরে কাযা রোযা পালন করছলিনে তার বনেন তাকে খাওয়ার দাওয়াত দলি তে তিনি
রোযা ভঙ্গে ফলেনে

প্রশ্ন

আমি আজ রমযানরে কাযা রোযা পালনরত ছলাম। আমাকে ইমাম সাদকেরে দাওয়াত দয়েয় আমি রোযা ভঙ্গে ফলেছে।
এমতাবস্থায়, আমি কিসেই দিনরে সওয়াব পাব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আলমেদরে সর্বসম্মতক্রমে রমযানরে কাযা রোযা রখে সেটো ভঙ্গে ফলো জায়যে নহে; তবে রোযা ভঙ্গ করার বধৈতা দয়ে
এমন কোন ওজর থাকলে যমেন- অসুস্থতা; তাহলে ভনি কথ।

ইবনে কুদামা (রহঃ) "আল-মুগনা" গ্রন্থে (৩/১৬০) বলেন: "যে ব্যক্তি কোন ওয়াজবি আমল শুরু করছেন যমেন-- রমযানরে
কাযা রোযা পালন, নরিদ্ষিট বা অনরিদ্ষিট মানত রোযা পালন কথিবা কাফফারার রোযা পালন; তার জন্য এ রোযা ভঙ্গ করা
জায়যে নয়।... আলহামদু লিল্লাহ; এ ব্যাপারে আলমেদরে মাঝে কোন মতভদে নহে।"[সমাপ্ত]

এটা কোন ওজর নয় যে, কাউকে তার ভাই খাওয়ার দাওয়াত দয়িছেন। এটা নিফল রোযা ভাঙ্গার বধৈতা দয়ে (অচরিই সে
আলোচনা আসবে); রমযানরে রোযা, রমযানরে কাযা রোযা কথিবা মানতরে রোযার মত ফরয রোযা ভাঙ্গার বধৈতা নয়।।

পূর্বকোক্ত আলোচনার আলোকে: আপনার উপর রোযা ভাঙ্গার এ গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজবি; ফরয রোযা ভাঙ্গার
কারণে সওয়াব পাওয়ার অপেক্ষা নয়। সর্বোচ্চ এইটুকু বলা যেতে পারে যে, না-জানার কারণে তার কফৈয়িত গ্রাহ্য হবে।

দুই:

যে ব্যক্তি নিফল রোযা রখেছেন তাকে যদি নিম্নতরণ করা হয় তাহলে তিনি ইচ্ছাধীন; রোযা ভাঙ্গতেও পারনে কথিবা রোযা
অব্যাহত রখে নিম্নতরণকারীর জন্য দোয়াও করতে পারনে। কেননা নিফল রোযা পালনকারী নিজই নিজেরে কর্তা। দলিল
হচ্ছে-- উম্মে হানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে



প্রবশে করে পানি চাইলেন। তিনি নিজি পানি পান করলেন এবং তাকেও পানি দিলেন। তখন তিনিও পানি পান করেন। এরপর বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো রোযাদার ছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: নফল রোযাদার নজিহে নজিরে কর্তা। ইচ্ছা করলে রোযা সমাপ্ত করতে পারেন; আবার ইচ্ছা করলে রোযা ভেঙে ফেলতে পারেন।"[আলবানী 'সহিহুল জামে' গ্রন্থে (৩৮৫৪) হাদিসটিকে সহিহি বলছেন]

উম্মুল মুমুনীন আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এসে বললেন: তোমাদের কাছে কোন কিছু আছে? আমরা বললাম: না। তখন তিনি বললেন: তাহলে আমি রোযাদার। এরপর অন্য একদিন আসলেন। আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের কাছে 'হাইস' (খজুরের সাথে ঘি ও পনিরের মিশ্রনে তৈরী খাবার) হাদিয়া পাঠানো হয়েছে। তখন তিনি বললেন: আমাকে দেখোও তো; আমি তো রোযা অবস্থায় দিন শুরু করছি। অতঃপর তিনি খিয়েছেন।"[সহিহ মুসলিম (১১৫৪)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যখন তোমাদের কাউকে নমিন্ত্রণ করা হয় তখন নমিন্ত্রণে হায়রি হও। যদি কেউ রোযাদার হয় তাহলে সে নমিন্ত্রণকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহলে খাবার গ্রহণ করবে।"[সহিহ মুসলিম (১৪৩১)]

বাদিতপন্থীদের সাথে উঠাবসা করা ও তাদের নমিন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্পর্কে [102885](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

তনি:

আর আপন জাফর সাদকে (রহঃ) সম্পর্কে যা উল্লেখ করছেন সটোর সত্যতা জানা যায় না। কোন অবস্থাতেই এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি ফরয রোযাকে উদ্দেশ্য করছেন। এক্ষেত্রে রাফযেদের (শিয়াদের) গ্রন্থাবলি ধর্তব্য নয় এবং তারা আহলে বাইত সম্পর্কে যসেব কাহিনী বর্ণনা করে সেগুলোও ধর্তব্য নয়। কারণ রাফযেরা (শিয়াদের) হাদিস (রাসূলের বাণী, কর্ম, অনুমোদন) ও আছার (সাহাবী ও অন্যদের বাণী, কর্ম ও অনুমোদন) সম্পর্কে সবচায়ে বেশি অজ্ঞ। তারা জাফর সাদকে সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করে তার অধিকাংশই তাঁর নামে মথিযাচার। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আহলে সুন্নাহদের সাথে রাফযেদের মতভেদে অনেকে বেশি।

আরও জানতে দেখুন: 113676 নং, 21500 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।